সংবাদ

তারিখ 03 APR 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২০ চৈত্র ১৪২০
Dhaka : Thursday 3 April 2014

সম্পাদকীয়

দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইন মানতে বাধ্য করুন

দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন মানছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা। আইন অনুযায়ী, মোট আসনের ৬ শতাংশ দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও নানা অজুহাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা এড়িয়ে যাচ্ছে। কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দুই বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ হারাচ্ছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে, কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তারা। প্রসঙ্গটি নিয়ে গত বুধবার একটি সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট আসনের ৬ শতাংশ দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সম্পূর্ণ বিনাবেতনে ভর্তি করানোর কথা। এর মধ্যে ৩ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের ও বাকি ৩ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। কিন্তু কোটায় ভর্তি হতে চাইলে শিক্ষার্থীদের কয়েক সেমিস্টার অপেক্ষা করতে বলছে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়। কেউ কেউ আবার কোটা খালি নেই বলে এড়িয়ে যেতে চাইছে। অভিযোগ আছে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই ২০১২ সালে কোটার বিপরীতে নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২ সালে দেশের ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬৪০ জন। এর মধ্যে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ পান ৭ হাজার ৬২১ জন দরিদ্র শিক্ষার্থী। সংরক্ষিত ৩ শতাংশ কোটা অনুসরণ করলে দরিদ্র শিক্ষার্থীর সংখ্যা হওয়ার কথা ৯ হাজার ৪৩৯। এ হিসাবে ওই বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে ১ হাজার ৮১৮ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দরিদ্র কোটায় কোন শিক্ষার্থীই ভর্তি করেনি। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। উল্লিখিত সময়ে মোট ৩ হাজার ৪১৯ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ পান। ৩ শতাংশ হারে এ সংখ্যা হওয়ার কথা ৯ হাজার ৪৩৯। এ হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে ৩ শতাংশের স্থলে মাত্র ১ শতাংশ। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৬ হাজার ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বিনাবেতনে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। এর মধ্যে নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলো মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন শিক্ষার্থীই ভর্তি করেনি।

দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব অজুহাত দেখাচ্ছে, তাতে বোঝাই যায়, দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি করতে চাচ্ছে না। কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির সাধ্যমতো চেষ্টা করার যে গল্প তারা শোনাচ্ছে সেটাও লোক দেখানো বা আইওয়াশ তা বোঝা যায়। এছাড়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দুই বছর ধরে অপেক্ষা করার কথা বলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভর্তিই যদি না করতে পারে তাহলে দুই বছর অপেক্ষা করার কথা বলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা হচ্ছে কেন? এতে শিক্ষার্থীরা যেমন ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি তারা পিছিয়েও পড়ছে। এমনিতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ন্যূনতম আইন না মানার অভিযোগ রয়েছে, তেমনি ফ্রি স্টাইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার বদলে ব্যবসা ও মুনাফার কেন্দ্রে পরিণত করার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

আমাদের কথা হচ্ছে, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ভর্তি করার কোটার আইন মানছে না, তাদের আইন মানতে বাধ্য করতে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন লঙ্ঘন করবে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।